যুগান্তর

তারিখ 25 MAY 2015
পৃষ্ঠা ১৮ ... কলাম ২

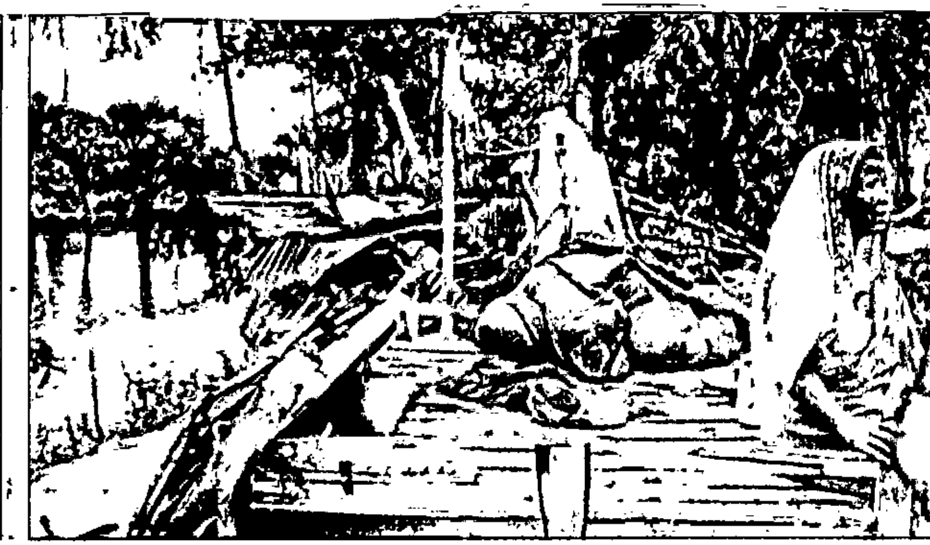

কালবৈশাখী ঝড়ে ময়মনসিংহের গৌরীপুরে বিধ্বস্ত বসতঘর (বাঁয়ে) ও জয়পুরহাটের কালাইয়ে খোলা আকাশের নিচে অসহায় হয়ে বসে আছেন বিধবা — যুগান্তর

ঝড়ে নিহত ৪ আহত দেড় শতাধিক

হাজারও ঘরবাড়ি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিধ্বস্ত

যুগান্তর ডেস্ক

কালবৈশাখী ঝড়ে রংপুর, জয়পুরহাট ও দেবিদ্বারে ৪ জন নিহত হয়েছেন। এছাড়া আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১৫৭ জন। শনিবার রাত থেকে রোববার সকাল পর্যন্ত দফায় দফায় কালবৈশাখীর আঘাতে দেশের বিভিন্ন স্থানে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। বিধ্বস্ত হয়েছে হাজার হাজার ঘরবাড়ি ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। নষ্ট হয়েছে বিস্তীর্ণ ফসলের ক্ষেত। হাজারও গাছপালা ভেঙে ও উপড়ে পড়েছে। বিদ্যুতের খুঁটি উপড়ে ও তার ছিঁড়ে যাওয়ায় বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে বিদ্যুৎ সরবরাহ। যুগান্তর প্রতিনিধিরা জানান—

রংপুর ব্যুরো : রংপুর জেলার বিভিন্ন এলাকায় দু'দফায় কালবৈশাখী ঝড়ের তাণ্ডবে গাছের নিচে চাপা পড়ে এক নারীসহ ২ জন নিহত হয়েছেন। আহত হয়েছেন কমপক্ষে ২৫ জন। এদিকে রোববার সকালের দ্বিতীয় দফা ঝড়ের তাণ্ডবে পীরগাছার কৈকুড়ি এলাকায় ঘরচাপা পড়ে জয়নব বেগম (৪০) নামে এক মহিলা নিহত হন। এর আগে প্রথম দফায় রাত ৯টার দিকে ঝড়ের আঘাতে মাহিগঞ্জ সাতমাথা এলাকার শহীদ মিনার লাগোয়া একটি কৃষ্ণচূড়া গাছ ব্যাটারিচালিত অটোরিকশার ওপর ভেঙে পড়লে আশরাফুল ইসলাম নামে নবম শ্রেণীর এক ছাত্র গুরুতর আহত হন। তাকে রমেক হাসপাতালে নেয়া হলে সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে।

জয়পুরহাট : জয়পুরহাটে ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে দেয়ালচাপা পড়ে জাহিদুল (৩৭) নামে একজন নিহত ও কমপক্ষে ১২ জন আহত হয়েছেন। আহতদের মধ্যে ৩ জনকে জয়পুরহাট জেলা আধুনিক হাসপাতালের ভর্তি করা হয়েছে। ওই সময় জেলার পাঁচটি উপজেলার ২ সহস্রাধিক কাঁচা ও পাকা ঘরবাড়ির দেয়াল পড়ে গেছে। উড়ে গেছে অসংখ্য টিন ও খড়ের চালা।

দেবিদ্বার (কুমিল্লা) : কুমিল্লার দেবিদ্বার পৌর এলাকার চাঁপানগরে ঝড়ে ফাতেমা আক্তার (৪) নামের এক শিশুর মৃত্যু হয়েছে। এ সময় সানোয়ারা বেগম ও রহিমা বেগম নামের আরও দুই মহিলা গুরুতর আহত হয়। জানা যায়, উপজেলার জাফরগঞ্জ ইউনিয়নের হোসেনপুর গ্রামের ইয়াছিন মিয়ার মেয়ে ফাতেমা আক্তার (৪) গত শনিবার সকালে দেবিদ্বার পৌর এলাকার চাঁপানগরে নানার বাড়ি বেড়াতে আসে। গভীর রাতে প্রবল ঝড়ে তাল গাছ ভেঙে ঘরের ওপর পড়লে ঘটনাস্থলেই ফাতেমা আক্তারের মৃত্যু হয়।

নীলফামারী : নীলফামারী জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যাওয়া কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। শনিবার রাত ৮টার পরে পরেই এ ঝড় পুরো জেলার ওপর দিয়ে বয়ে যায়। ঝড় থামার পরেই শিলাবৃষ্টি ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণকে বাড়িয়ে তুলেছে।

গাইবান্ধা : গাইবান্ধা জেলায় শনিবার রাতে এক প্রচণ্ড ঝড়ে সাদুল্যাপুর, গোবিন্দগঞ্জ, পলাশবাড়ি, সুন্দরগঞ্জ ও সদরসহ ৫টি উপজেলায় প্রায় ১০ হাজার কাঁচা ঘরবাড়ি এবং শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সম্পূর্ণ ও আংশিকভাবে বিধ্বস্ত হয়েছে। ঝড়ে গাছ চাপা পড়ে অন্তত ২৫ জন আহত হয়েছে।

শেরপুর : কালবৈশাখী ঝড়ে শেরপুর জেলার বিভিন্ন স্থানে গাছপালা ভেঙে ও উপড়ে পড়েছে। বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্র জানায়, কালবৈশাখী ঝড়ের আঘাতে জামালপুর থেকে শেরপুর আসা ৩৩ কেভিএ বিদ্যুৎ সরবরাহ লাইনের জামালপুর অংশে একটি ক্রস আরম ভেঙে গেছে।

দিনাজপুর : দিনাজপুরে কালবৈশাখী ঝড়ে ব্যাপক গাছপালা উপড়ে পড়েছে। ঝড়ে পড়েছে মৌসুমী ফলমূল। সদর, বিরল ও ঘোড়াঘাটে ১৩ জন আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

তাড়াইল (কিশোরগঞ্জ) : কিশোরগঞ্জের তাড়াইলে শনিবার রাতে কালবৈশাখী ঝড়ে দেড় শতাধিক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়ে পড়েছে। এসময় টিনের ছাপা ও গাছের ডাল পড়ে অন্তত নারীসহ ৩০ জন আহত হয়েছে। এছাড়াও ঝড়ের তাণ্ডবে সহস্রাধিক গাছপালা ভেঙে গেছে এবং বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি পড়ে ও তার ছিঁড়ে যাওয়া উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে। ঝড়ে আহতদের মধ্যে উপজেলার রাহেলা গ্রামের মৃত শুকুর মামুদের স্ত্রীকে মাকে (৬০) আশংকাজনক অবস্থায় কিশোরগঞ্জ জেলা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

গৌরীপুর (ময়মনসিংহ) : গৌরীপুরে শনিবার গভীররাতে কালবৈশাখী তাণ্ডবে উপজেলার ২ শতাধিক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত হয়েছে। বিদ্যুৎ সঞ্চালন লাইন উপড়ে যাওয়া ও গাছ ভেঙে পড়ায় বিদ্যুৎ সরবরাহ সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।

ডিমলা (নীলফামারী) : ডিমলায় শনিবার রাতে ঝুনাগাছ চাপানি ইউনিয়নে কালবৈশাখী ঝড়ে ২ শতাধিক ঘরবাড়ি বিধ্বস্ত ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে।

সাদুল্যাপুর (গাইবান্ধা) : সাদুল্যাপুরে শতাধিক ঘরবাড়ি ও সহস্রাধিক গাছপালা বিধ্বস্ত হয়েছে। শনিবার রাত সোয়া ৯টার দিকে ঘণ্টাব্যাপী ঝড় হাওয়ায় উপজেলার বিভিন্ন এলাকা দিয়ে বয়ে যাওয়া ঝড়ে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, শতাধিক ঘরবাড়ি ও সহস্রাধিক গাছপালা দুমড়ে-মুচড়ে যাওয়াসহ বিদ্যুৎ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

মাদারগঞ্জ (জামালপুর) : শনিবার রাতে ঝড়ে জামালপুরের মাদারগঞ্জে ঘরবাড়ি, গাছপালা বিদ্যুৎ লাইন ও ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। রাত ১০টা থেকে কয়েক দফা ঝড়ে উপজেলার ৭ ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামের শতাধিক ঘরবাড়ি ও সহস্রাধিক গাছের ডালপালা ভেঙে উপড়েছে।

কালাই (জয়পুরহাট) : কালাইয়ে শনিবার দিবাগত রাতে কালবৈশাখীর ২৫ মিনিটের তাণ্ডবে মসজিদ, শিক্ষা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বৈদ্যুতিক তার ও খুঁটি, টেলিফোন ও স্যাটেলাইট সংযোগ তার, ঘরবাড়ি, গাছপালাসহ ইরি-বোরো ফসলের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে । পুরো উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।

সরেজমিন উপজেলার বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দেখা গেছে, শনিবার রাতে টানা ২৫ মিনিট বয়ে যাওয়া কালবৈশাখী ঝড় ও বৃষ্টিতে উপজেলার-নান্দাইল দীঘি, মোসলেমগঞ্জ বাজার, শান্তিনগর বাজার, বৈরাগী বাজারসহ অন্তত ৬টি মসজিদ, আঁওড়া উচ্চ বিদ্যালয়, থুপসাড়া ও হাতিয়র মাদ্রাসা, কালাই মহিলা বিএম স্কুল অ্যান্ড কলেজসহ অন্তত ১২টি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

রামগঞ্জ : লক্ষ্মীপুর রামগঞ্জে রোববার ভোররাতে ঘূর্ণিঝড়ে শতাধিক বসতঘর, শিক্ষা ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান ভেঙে যায়। একই সময়ে গাছপালা উপড়ে পড়ে ১২-১৫টি স্থানে বিদ্যুতের তার ছিঁড়ে যায়।

ঈশ্বরগঞ্জ (ময়মনসিংহ) : ঈশ্বরগঞ্জে শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে আকস্মিক ঝড়ে উপজেলার ১১ ইউনিয়নসহ পৌর এলাকায় প্রায় ৩ শতাধিক ঘরবাড়ি লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। ঝড়ে হাজার ফলজ ও বনজ গাছপালা বিদ্যুৎ লাইনের খুঁটি উপরে তার ছিঁড়ে যাওয়ায় সারা উপজেলায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ রয়েছে।

কেন্দুয়া (নেত্রকোনা) : উপজেলার বিভিন্ন স্থানে শনিবার রাতে ঘূর্ণিঝড়ে ঘরবাড়ি ও গাছপালার ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। এ ছাড়া ঝড়ে বিধ্বস্ত হয়েছে উপজেলার রোয়াইলবাড়ি ইউনিয়নের চাপুরী গ্রামের ফকির অটোরাইচমিল নামে একটি বয়লার কারখানা।